**২০১০-২০১১ অর্থ বছরের জাতীয় রপ্তানী ট্রফি বিতরণ অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা, বুধবার, ৬ অগ্রহায়ণ ১৪২০, ২০ নভেম্বর ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

সংসদ সদস্যগণ,

শিল্প ও বণিক সমিতির প্রতিনিধিবর্গ,

জাতীয় রপ্তানী ট্রফি প্রাপকবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

২০১০-২০১১ অর্থবছরের জাতীয় রপ্তানি ট্রফি বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

দেশের রপ্তানিকারকদের উৎসাহিত করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো যৌথভাবে প্রতি বছর এ ট্রফি প্রদানের আয়োজন করে থাকে। যাঁরা এ ট্রফি পেয়েছেন আমি তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি আশা করি, এ পুরস্কার অন্যদেরও উৎসাহিত করবে।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের মত জনবহুল দেশের দ্রুত উন্নয়নের জন্য রপ্তানি বাণিজ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রচলিত ও অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে একদিকে যেমন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যায়, তেমনি দেশের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হয়।

আমরা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য বাণিজ্য উদারিকরণ নীতি গ্রহণ করেছি। ৫-বছর মেয়াদী ২০১২-১৫ আমদানি-রপ্তানি নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য গ্রহণ করা হয়েছে নানামুখী কৌশল।

বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা, উন্নত বিশ্বের বাজারগুলোতে চাহিদা হ্রাসসহ নানামুখী নেতিবাচক পরিস্থিতি মোকাবিলা করে বিগত ৪ বছর ধরে আমাদের গড় বার্ষিক রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে ১৬ শতাংশ হারে।

আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে এ সময়ে আমাদের রপ্তানি ১৫.৫৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৭.০৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় আমরা ২টি প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন করেছি। এর আওতায় ৩ হাজার ৫৪২ কোটি টাকা প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে। পাটজাত পণ্য, চামড়া, চামড়াজাত পণ্য, চিংড়ি, বস্ত্রসহ ১৭টি খাতে এই নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়।

রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণ এবং নতুন বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে আমরা কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। এরফলে ভারত, চীন ও দক্ষিণ কোরিয়ায় আমাদের পণ্য শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার লাভ করেছে। জাপান আমাদের নিটওয়ার পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে জিএসপি সুবিধা দিতে রুলস অব অরিজিনের শর্ত তিন ধাপ থেকে ২ ধাপে শিথিল করেছে। ফলে জাপানে পোশাক রপ্তানি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ্রামীণ কাঁচামালভিত্তিক এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পভিত্তিক পণ্য উৎপাদন উৎসাহিত করার জন্য  ‘‘এক জেলা এক পণ্য'' কর্মসূচির আওতায় আগর কাঠ, আতর, রাবার, মাটির টালিসহ বিভিন্ন অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানিকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

আপনারা জানেন, বিশ্বায়ন ও মুক্ত বাজার অর্থনীতির ক্রমবিকাশের কারণে বিশ্ব বাণিজ্যে প্রতিনিয়ত ব্যাপক পরিবর্তন হচ্ছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায় টিকে থাকার জন্য আমরা রপ্তানি বাণিজ্যসহ বাংলাদেশের সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে গতিশীল ও বহুমুখী করে তোলার চেষ্টা করছি।

বাংলাদেশের স্বার্থ বিবেচনায় রেখে ডব্লিওটিও'র বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী দেশের বাণিজ্য নীতিমালা আধুনিকায়ন ও সহজীকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। ব্যাপক জনগোষ্ঠীর এই দেশ শ্রমঘন শিল্পকে গুরুত্ব প্রদান করেছি।

আপনারা জানেন বিশ্বের উন্নত দেশ এমনকি উন্নয়নশীল দেশে শ্রমশক্তির প্রকট অভাব দেখা দিচ্ছে। বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বাড়ছে এবং কর্মক্ষম মানুষের ঘাটতির কারণে শ্রমঘন শিল্পে বিশ্বের শক্তিশালী দেশসমূহ ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছে।

বাংলাদেশ যাতে সেই জায়গা পূরণ করতে পারে তার জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। জাহাজ নির্মাণ শিল্পে আমরা পৃষ্ঠপোষকতা করছি। আমার সরকারের আমলেই বাংলাদেশ জাহাজ রপ্তানির মাধ্যমে তার হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

আজ বাংলাদেশ শুধুই শিপ ব্রেকিং দেশ নয়। জাহাজ নির্মাণকারী দেশও বটে। জাহাজ রপ্তানিতে সহায়তার জন্য প্রণোদনা হিসেবে ৫ শতাংশ নগদ সহায়তা প্রদান করে আসছি।

আইসিটি খাতকে শুধুমাত্র দেশের উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবেই আমরা বিবেচনা করিনি। আইসিটি সংশ্লিষ্ট সেবাখাতের রপ্তানি বৃদ্ধির প্রতিও আমরা জোর দিয়েছি। আমার সরকারের আমলেই আইসিটি সেবাখাতের রপ্তানি ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে।

মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সদ্ভাব তৈরির জন্য সকল প্রকার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছি। কাঁচামাল আমদানি নির্ভর দেশের রপ্তানি পণ্যের মূল্য প্রতিযোগী অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের পরিমাণ ১ হাজার মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করেছি।

এতে রপ্তানিকারকগণ নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় বর্তমানে মাত্র শতকরা ৩ ভাগ সুদে কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য রপ্তানি ঋণ পাচ্ছেন।

প্রিয় বেসরকারি উদ্যোক্তাবৃন্দ,

আওয়ামী লীগ সরকার সবসময়ই ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে। আমি সবসময়ই বলে থাকি ব্যবসা করবেন ব্যবসায়ীগণ। সরকারের দায়িত্ব তাঁদের সহায়তা করা। আমরা বিগত ৫ বছর এ কাজটিই করে যাচ্ছি।

বাংলাদেশের উদ্যোক্তাগণ পরিশ্রমী এবং মেধাবী। যেকোন দেশের উদ্যোক্তাদের সাথে আপনারা পাল্লা দিয়ে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকায় যে সমর্থ, তার প্রমাণ ইতোমধ্যেই আপনারা দিয়েছেন।

আপনাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজ আমাদের পোশাক শিল্পখাত বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে।

পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের জন্য বেতনভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা দেওয়া সত্ত্বেও আমরা দেখছি কোন কোন মহলের প্ররোচনায় কেউ কেউ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। আমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আমরা এ ধরণের কর্মকান্ড বরদাশত করব না।

মালিকদের আহ্বান জানাব, আপনারা কারখানাগুলোতে কাউন্সিলিং এর ব্যবস্থা করুন। অনেক সময় সাধারণ শ্রমিকরা অন্যের প্ররোচনায় ভুল পথে যায়।

পোশাকশিল্পকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। এখাতের সাথে শুধু দেশের অর্থনীতিই জড়িত নয়, এ শিল্পের উপর ৪০ লাখ গ্রামীণ শ্রমিকের জীবনজীবিকা নির্ভরশীল।

আপনাদের শ্রম এবং মেধা আর সরকারের সহায়তা-এ দু'য়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা বাংলাদেশকে অর্থনীতিভাবে এক অন্যরকম উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারি।

সুধিবৃন্দ,

বিগত প্রায় পাঁচ বছরের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্ঠায় আমরা আর্থ-সামজিক সূচকগুলো ইতিবাচক ধারা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছি। এটা হয়ত আরও ভাল হত, যদি না বিরোধীদল অযৌক্তিক হরতাল-অবরোধ দিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করত।

তা সত্বেও আমরা ৬ শতাংশের উপর প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে পেরেছি। দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১৭ হাজার মিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

মাথাপিছু আয় ২০০৮ সালে ছিল ৬৩০ ডলার। এখন তা বেড়ে ১০৪৪ ডলারে উন্নীত হয়েছে। ৫কোটি দরিদ্র মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য আমরা সাউথ-সাউথ পুরষ্কারে ভূষিত হয়েছি।

বিগত সাড়ে ৪ বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১০ হাজার মেগাওয়াটের মাইলফলকে পৌঁছেছি। আশা করছি আগামী গ্রীষ্মে দেশে আর কোন লোড-শেডিং থাকবে না।

ঢাকা ও চট্টগ্রামে একাধিক ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হয়েছে। মেট্রোরেল নির্মাণের কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। বড় বড় সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ আর স্বপ্ন নয়, এটি আজ বাস্তবতা। পদ্মাসেতু নির্মিত হবে। কেরাণীগঞ্জের পানগাঁও-এ অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্মিনালের উদ্বোধন করা হয়েছে। নদীপথে সহজেই এখন কনটেইনার ঢাকায় আনা সম্ভব হবে।

দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। গ্রামের মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারছে।

প্রিয় ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ,

আপনারা যখনই আমার কাছে যে দাবী নিয়ে এসেছেন, আমি চেষ্টা করেছি তা পূরণ করতে। কারণ, আমার একটাই চাওয়া দেশটা অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাক। মানুষের কর্মসংস্থান হোক। দেশের মানুষ ভাল থাকুক।

৩০ লাখ শহীদের রক্ত আর ২ লাখ মাবোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা পেয়েছি। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবনের স্বপ্ন ছিল একটি ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করার।

আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্যই কাজ করছি। আসুন, আর বিভেদ নয়, অনৈক্য নয়, সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশাটকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করি।

আজকে যাঁরা ২০১০-২০১১ অর্থবছরের জাতীয় রপ্তানি ট্রফি পেলেন, তাঁদেরকে আবারও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।